চুক্তিনামা

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার রামগড় মৎস খামারের বিষয়াদি পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তর

সমন্বয়ে ঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ।

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার রামগড় মৎস্য খামার (হ্যাচারী) খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের ব্যবস্থাপনায় ও নিয়ন্ত্রণে হস্তান্তরের চুক্তিপত্র।

যেহেতু খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ২০ নং আইন যা ১৯৯৮ সনের ১০ নং আইন দ্বারা সংশোধিত) এর ধারা- ২২ এর অর্ন্তভূক্ত ১ম তফশীল অনুযায়ী সরকার কর্তৃক পরিচালিত খাগড়াছড়ি জেলার রামগড় মৎস্য খামার (হ্যাচারী)-এর কার্যক্রম খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের ব্যবস্থাপনায় ও নিয়ন্ত্রণে নিম্নলিখিত শর্তে হস্তান্তর করতে সরকার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন;

এবং যেহেতু সরকার ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের মধ্যে এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে এবং উক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ অত্র জেলার রামগড় মৎস্য খামার (হ্যাচারী)-এর কার্যক্রম নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে গ্রহণ করতে সম্মত হয়েছেন;

সেহেতু সরকার উপরিউক্ত আইনের ২৩(খ) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের সম্মতিক্রমে নিম্নলিখিতভাবে কর্ম ও বিষয়গুলি নিম্নবর্ণিত শর্তাধীনে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের ব্যবস্থাপনায় ও নিয়ন্ত্রণে হস্তান্তর করলেন;

১। কার্যাবলী :

(ক) খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার রামগড় মৎস্য খামার (হ্যাচারী) এর সকল কার্যক্রম পরিচালনা, তত্ত্বাবধান, সমন্বয় সাধন ও নিয়ন্ত্রণ;

(খ)উন্নয়নের জন্য স্থানীয়ভাবে পরিকল্পনা/প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

(গ) রামগড় মৎস্য খামার(হ্যাচারী) এর সকল ভবন ও স্থাপনার নির্মাণ, পুন:নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ;

২। জনবল :

(ক) রামগড় মৎস্য খামার (হ্যাচারী)এর খামার ব্যবস্থাপক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী । তবে হ্যাচারিটি উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে নির্মিত। বর্তমানে কোন জনবল নেই। জুন, ২০১০খ্রি: প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়। বর্তমানে হ্যাচারিটিতে উন্নয়ন/রাজস্বভূক্ত কোন পদ নেই বিধায় আপততঃ শর্তটি প্রযোজ্য নয়।

৩। বেতন ভাতাসহ সকল ব্যয় :

(ক) ভবিষৎ সরকার কর্তৃক পদ সৃষ্টি ও নিয়োগ হলে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও অফিসিয়াল অন্যান্য সকল অর্থ বরাদ্দ মৎস্য অধিদপ্তর পরিষদের অনুকূলে প্রদান করবে এবং পরিষদ বিধি/প্রবিধান মোতাবেক তা পরিশোধ করবে;

(খ) সকল উন্নয়ন কর্মকান্ডের জন্য মৎস্য অধিদপ্তর বরাদ্দযোগ্য অর্থ পরিষদের অনুকুলে বরাদ্দ প্রদান করবে;

৪। নিয়োগ, বদলী, ছুটি, শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা ইত্যাদিঃ

(ক) কর্মকর্তাগণের নিয়োগ, বদলী, ছুটি, প্রশিক্ষণ ও শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা ইত্যাদি প্রচলিত সরকারী বিধি-বিধান ও নিয়মানুসারে পরিচালিত হবে। তারা পরিষদের অধীনে প্রেষণে নিয়োজিত থাকবেন;

(খ) খামার ব্যবস্থাপকের নৈমিত্তিক ছুটি পরিষদের চেয়ারম্যান এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি/কর্মকর্তা (যিনি আবেদনকারী কর্মকর্তার নিম্ম পর্যায়ের কোন কর্মকর্তা হবেন না) মঞ্জুর করবেন এবং কর্মস্থল ত্যাগের অনুমতি প্রদান করবেন;

(গ) জেলায় নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের স্বাভাবিক মেয়াদ পুর্তির পূর্বে জনস্বার্থে বিশেষ কারণে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়/মৎস্য অধিদপ্তর অন্য জেলায় বদলী করতে পারবে;

(ঘ) সকল ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীর নিয়োগ, বদলী, পদোন্নতি, প্রশিক্ষণ ও শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা পরিষদের কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা মোতাবেক সম্পাদিত হবে এবং জেলার অভ্যন্তরে কর্মচারীদের বদলী জেলা পরিষদ করবে।

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৫। বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদনঃ

(ক) খামার ব্যবস্থাপকের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা লিখবেন এবং পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরের পর যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট সংরক্ষণের জন্য প্রেরণ করবেন।

(খ) অন্যান্য কর্মকর্তাদের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন জেলার বিভাগীয় প্রধান লিখবেন। পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা তাতে প্রতিস্বাক্ষরের পর যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট সংরক্ষণের জন্য প্রেরণ করবেন। অন্যান্য কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রচলিত নিয়ম বহাল থাকবে।

৬। উন্নয়ন ও অন্যান্য বিষয়াদি সংক্রান্ত কার্যক্রমঃ

(ক) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক কেন্দ্রীয়ভাবে গৃহীত প্রকল্প সমূহ সংশ্লিষ্ট **Operation Plan** এবং উন্নয়ন প্রকল্প দলিল অনুযায়ী মৎস্য উন্নয়ন অধিদপ্তর বাস্তবায়ন করবে।

(খ) মসত্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ যৌথভাবে চুক্তিতে বর্ণিত বিধান সমূহ প্রয়োজনবোধে পর্যালোচনা করবেন এবং জনস্বার্থে ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে এ চুক্তি পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধন করতে পারবেন।

(গ) চুক্তি বাস্তবায়ন ও ব্যাখ্যার ব্যাপারে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের মধ্যে কোন বিরোধ দেখা দিলে বিষয়টি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং পার্বত্য চট্রগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় যৌথ সভার মাধ্যমে নিস্পত্তি করবে।

৭। অন্যান্য বিষয় ঃ

(ক) চুক্তিনামায় যে সব বিষয় বর্ণিত বা অন্তর্ভূক্ত হয়নি, সে সব বিষয় সরকারের বিদ্যমান ও প্রয়োজ্য আইন/বিধি/বিধিমালা অনুযায়ী পরিচালিত হবে।

(খ) কেন্দ্রীয়ভাবে গৃহীত প্রকল্প বাস্তবায়নের সর্বপর্যায়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদকে অবহিত রাখবে।

৮। এই চুক্তি অদ্য ৮ নভেম্বর, ২০১২ খ্রিঃ/ ২৪ কার্তিক, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ হতে কার্যকর হবে।

এ চুক্তিনামার সকল বিষয় অবগত হয়ে আমরা উভয়পক্ষ এতে সম্মতি জ্ঞাপন করত: নিজ নিজ নাম স্বাক্ষর করলাম।

(কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা)
চেয়ারম্যান
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ

(মোশাররেফ হোসেন)
অতিরিক্ত সচিব
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

পর্যবেক্ষক

৮/১১

(নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা,এনডিসি)
সচিব
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়